দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

শেবাচিমে এই প্রথম হার্টে একসঙ্গে তিন রিং প্রতিস্থাপন

স্টাফ রিপোর্টার, বরিশাল ॥ শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনোয়ার হোসেন নামের এক রোগীর হার্টে প্রথমবারের মতো একসঙ্গে করোনারি এনজিও প্লাস্টি (একসঙ্গে তিনটি রিং) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এ সফল অপারেশনটি সম্পন্ন হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে। এতে সর্বমোট খরচ হয়েছে মাত্র দুই হাজার টাকা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, এ সফল অপারেশনটি করেছেন ইন্টারভেশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ এম সালেহ উদ্দিন। এর আগে তিনি আরও দুইজন রোগীর হার্টে একটি করে রিং প্রতিস্থাপন করেছেন। এছাড়া শেবাচিমে এ পর্যন্ত ১২৬ রোগীর এনজিওগ্রাম পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সূত্রমতে, ঝালকাঠী জেলা সিভিল সার্জন অফিসের অবসরপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন গত দুই বছর ধরে হৃদরোগে ভুগছিলেন। সরকারী খরচে শেবাচিমে গত ১৮ এপ্রিল তিনি এনজিওগ্রাম পরীক্ষা করান। তখন তার হার্টে চারটি ব্লক ধরা পড়ে।

এর মধ্যে তিনটি ব্লকে করোনারি এনজিও প্লাস্টি (হার্টে রিং) অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসক। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে শেবাচিমের অত্যাধুনিক ভাসটেক লিমিটেডের মেশিনের সহায্যে আনোয়ার হোসেনে করোনারি এনজিও প্লাস্টি (হার্টে রিং) অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। মাত্র ১ ঘণ্টা ২২ মিনিটে আনোয়ার হোসেনের হার্টে তিনটি রিং (ট্রিপল ভ্যাসেল) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অপারেশন সম্পর্কে সহকারী অধ্যাপক ও ইন্টারভেশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ এম সালেহ উদ্দিন বলেন, বরিশালে এ ধরনের অপারেশন করতে প্রয়োজন শুধু জনবল। এখানে আমাকে সহযোগিতা করতে প্রয়োজন আরও চিকিৎসক ও একজন টেকনোলজিস্ট। এদিকে বরিশাল তথা দক্ষিণাঞ্চলে হৃদরোগে আক্রান্ত কোন রোগীর একসঙ্গে তিনটি রিং প্রতিস্থাপনের ঘটনা এটাই প্রথম।